যীশুর পরীক্ষা ২

(Temptation of Jesus-Part II)

লূক লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় ১-১৩ পদ

আমরা যীশুর পার্থিব জীবনের পরীক্ষা বা প্রলোভন থেকে শিখছি। আজ আমরা কীভাবে প্রলোভনের মোকাবিলা করব, তা আমরা যীশুর এই পরীক্ষা থেকে শিখছি। প্রলোভনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থমাস ব্রুক্স নামে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের এক পিউরিটান একটি উপমাকে ব্যবহার করেছেন। উপমাটি হল মাছ ধরার বঁড়শির টোপ। আমাদেরকে দিয়ে ঈশ্বরের কাজকে বাধা দিতে বা ধ্বংস করতে শয়তান সর্বদা সেই সমস্ত টোপ ব্যবহার করে থাকে, যা আমাদেরকে প্ররোচিত করে, যেমন অর্থ, খাদ্য, যৌনতা, ক্ষমতা, আত্মগৌরব, ছেলেবন্ধু, মেয়েবন্ধু, স্বামী, স্ত্রী, নিরাপত্তা, আরাম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষার ফলাফল, ইত্যাদি। ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সময় আমরা যেমন বঁড়শিকে টোপ দিয়ে ঢেকে রাখি, এবং টোপকে এমনভাবে সাজাই (ময়দা মাখা, পঁচানি, পিপড়ের ডিম, ইত্যাদি), যাতে মাছরা সেই টোপ দেখে তা গিলতে প্ররোচিত হয়। একইভাবে শয়তানের লক্ষ্য হল, এই সমস্ত বিষয় দ্বারা আপনাকে পাপের বঁড়শিতে কামড় মারতে বাধ্য করা। মাছ যখন সেই টোপ দেখে প্ররোচিত হয়ে কামড় দেয়, তখন আমরা ছিপ ধরে টান মারি, যার ফলে মাছের মুখে সেই বঁড়শি আটকে যায়, তারপর আমরা খেলিয়ে খেলিয়ে সেই মাছকে ডাঙ্গায় তুলি। একইভাবে, আমরা যখন শয়তানের প্রলোভনে বা ফাঁদে পা দিই, তখন শয়তান আমাদের ধরে ফেলে, আমরা পাপ করি, ক্রমশ পাপ করেই চলি, মৃত্যুর উদ্দেশে এগিয়ে চলি, কারণ আমরা সেই টোপের আড়ালে বঁড়শিকে দেখতে পাই না। আমরা যেমন মাছ ধরতে টোপ দিয়ে বঁড়শিকে আড়াল করি, ঠিক একইভাবে শয়তান বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা লোভ দেখিয়ে আমাদের পাপ করতে বাধ্য করে। মাছ যদি বঁড়শিকে দেখতে পেত, তাহলে কি সে তাতে কামড় দিত? ঠিক একইভাবে, শয়তান যদি আমাদের এমন কথা বলত, *"আমি তোমদের অসুস্থতা, বা বিবাহ-বিচ্ছেদ, বা মাতলামি, বা ড্রাগের নেশা, বা হিংসা, বা পারিবারিক অশান্তি, ইত্যাদির অভিজ্ঞতা দিতে চলেছি,"* তাহলে আমরা কেউই তাতে কামড় দিতাম না। পরিবর্তে, সে তার চালাকি, চতুরতা, মিথ্যা, প্রতারণাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সৃজনশীল উপায়ে আমাদের প্ররোচিত করে থাকে।

আজ আমরা যীশুর দ্বিতীয় পরীক্ষা থেকে শিখব। লূক ৪:৫-৭ পদে লূক এই বর্ণনা দিয়েছে: ***"পরে সে (শয়তান) তাঁকে (যীশুকে) উপরে নিয়ে গিয়ে এক মুহূর্তে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাল, আর দিয়াবল তাঁকে বলল, তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দেব; কারণ এ আমার কাছে সমর্পিত হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা, তাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সামনে পড়ে প্রণাম (প্রণিপাত) কর, তবে এ সকলই তোমার হবে।"*** ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে, শয়তান যীশুকে একটি উঁচু স্থানে নিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে জগতের বিভিন্ন রাজ্য দেখাল। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, আমরা যেন এই কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা না করি, আমরা যেন একে চিন্তায় বা দর্শনে ঘটিত বিষয় হিসাবে উপলব্ধি করি। যিহিষ্কেল ৪০:২ বা প্রকাশিত বাক্য ২১:১০ পদে ন্যায় এই ঘটনাও দর্শনে বা আত্মায় ঘটেছিল।

শয়তান জানে যীশু কে এবং তিনি কেন এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাই, শয়তান এখানে যে কাজ করতে চেয়েছে, তা হল, যীশু যে মশীহের রাজ্য স্থাপন করতে এবং সেই রাজ্যের মস্তক হতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে বাধাদান করা। কিন্তু শয়তান বোকা নয়, সে যীশুর কাছে এসে সরাসরি এমন কথা বলতে পারে না, *"আমি আপনাকে সেই রাজ্য স্থাপন করতে দেব না, আমি আপনাকে বাধা দেব!"* না, তার পরিবর্তে, সে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রেখে উপরে উপরে এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, সে যেন পৃথিবীতে সেই মশীহের রাজ্য স্থাপন করতে সাহায্য করতে যীশুর কাছে এসেছে। যোহন ৮:৪৪ পদে যীশু শয়তানের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছেন, ***"সে আদি থেকেই নরঘাতক, সত্যে থাকেনি, কারণ তার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথাবাদী ও তার পিতা।"*** নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে শয়তান এখানেও তার মিথ্যা দিয়ে যীশুকে প্রতারিত করতে চেয়েছে। শয়তান এখানে যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, *"এই পৃথিবীর মালিক ঈশ্বর নন, আমিই এই পৃথিবীর মালিক। আর তাই তুমি যদি এখানে ভালো কিছু করতে চাও, তাহলে তোমাকে সেই সত্য স্বীকার করতে হবে।*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বাস্তবিক, তোমার সেই ভালো কাজে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমার হাত ধর।'' শয়তান যীশুর কাজে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু একটা শর্ত আছে, আর তা হল, যীশু যেন শয়তানকে প্রণাম করে, শয়তানের সামনে প্রণিপাত করে, তথা শয়তানের আরাধনা করে। যীশু যদি শয়তানের আরাধনা করেন, তাহলে শয়তান সমস্ত প্রতাপসহ এই জগতের সমস্ত কর্তৃত্ব যীশুকে দেবে বলেছে। সহজকথায়, শয়তান যে পরামর্শ দিয়েছে, তা হল, যীশু যেন শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বা আপোষ করে এই পৃথিবীতে মশীহের রাজ্য স্থাপন করেন। আর যীশু যদি শয়তানের কথা মতো সেই কাজ করেন, তাহলে যীশুকে কোনও দুঃখ বা মৃত্যু ভোগ করতে হবে না।

এখন, শয়তান যীশুকে এমন কথা বলেছে যে, জগতের এই কর্তৃত্ব ও প্রতাপ শয়তানকে দেওয়া হয়েছে এবং সে যাকে খুশি তাকে তা দিতে পারে। কিন্তু শয়তান এখানে যে দাবি করেছে, তা কি সত্যি? সত্যিই কি সে এখন এই পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রতাপের অধিকারী? আসলে, এই কথা বা দাবির মাধ্যমে শয়তান তার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছে, এর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে, সে প্রতারক এবং **একমাত্র ঈশ্বর যে ক্ষমতা ও প্রতাপের অধিকারী**, তা লাভ করার জন্য সে কতখানি আগ্রহী। এক অর্থে, অবশ্য এ কথা সত্য যে, ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে জগতের ক্ষমতা শয়তানকে দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই পৃথিবীর যে সমস্ত নেতা বা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পাপ রাজত্ব করে, শয়তান তাদের উপর তার কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। তাই, যীশু নিজেই শয়তানকে ***"এই জগতের অধিপতি"*** বলেছেন (যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০; ১৬:১১)। ইফিষীয় ২:২ *(এই জগতের যুগ, আকাশের কর্তৃত্বাধিপতি)*; ৬:১২ *(আধিপত্য, কর্তৃত্ব, অন্ধারের জগৎপতি)*; কিংবা ১যোহন ৫:১৯ *(সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুয়ে আছে)* পদও এ বিষয়ে একই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু শয়তান এখানে যেভাবে নিজেকে জগতের সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রতাপের অধিকারী দাবি করেছে, বা ভান করেছে, সেই চূড়ান্ত অর্থে যীশু নিজে বা ঐ সমস্ত পদ জগতের উপর শয়তানের আধিপত্যকে কখনও শিক্ষা দেয় না। মানব জাতির যে অংশ নিজেদেরকে পাপ ও শয়তানের কাছে সমর্পিত করেছে, জগতের কেবল সেই সমস্ত মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে ঈশ্বর শয়তানকে অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সার্বভৌম; আর তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় তাঁরই গৌরবার্থে কাজ করে চলেছে। ঈশ্বরের হাত থেকে এই কর্তৃত্ব কখনও ফসকে যাবার সম্ভাবনা নেই। এ কথা সর্বদা সত্য, ***"পৃথিবী ও তার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও তার নিবাসি তাঁর''*** (গীত ২৪:১)। এমনকী, অন্ধকারের জগৎপতিও ঈশ্বরের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করতে পারে না। আবার শয়তান নিজের ইচ্ছা মতো কাউকে সেই ক্ষমতা দিতেও পারে না। এই পৃথিবীর মাটিতে কে ক্ষমতা পাবে বা হারাবে, তা ঈশ্বরই চূড়ান্তভাবে নির্ধারন করে থাকেন (দানিয়েল ৪:১৭; যোহন ১৯:১১; রোমীয় ১৩:১)।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, শয়তান তার নিজের বৈশিষ্ট্য মেনেই এখানে মিথ্যা দাবির মাধ্যমে, যীশুকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে কখনও যে ক্ষমতার অধিকারী নয়, যা দেবার ক্ষমতা তার নেই, সেই কথা বলে বা সেই লোভ দেখিয়ে যীশুকে বিপথে পরিচালিত করতে টোপ ফেলেছে। আদম-হবা থেকে শুরু করে, প্রথম থেকেই সে এইভাবে মানুষকে মিথ্যার মাধ্যমে প্রতারিত করে আসছে। এখন, যীশু কি শয়তানের এই চাল জানতেন না? যীশু নিশ্চয়ই তা জানতেন। তথাপি, ১০০ ভাগ মানুষ হওয়ার কারণে, শয়তানের এই টোপ বা চাল যীশুর কাছে প্রলোভনের বিষয় ছিল। কারণ, যীশু জানেন যে, তাড়না-লাঞ্ছনা, দুঃখভোগ ও নিষ্ঠুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁকে তাঁর সন্তানদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু সেই পথ খুব দুর্গম, খুব কঠিন। এখন, শয়তান যা দেবে বলছে, তার অধিকারী যদিও সে নয়, তা দেবার ক্ষমতা যদিও তার নেই, তথাপি দুঃখভোগ ও ক্রুশ ছাড়া তা অর্জন করার ইচ্ছা যীশুকে বাইরে থেকে প্ররোচিত করেছিল (মথি ২৬:৩৯; লূক ১২:৫০)। তা যীশুকে উদ্বিগ্ন করেছিল (যোহন ১৩:২১)। দুঃখভোগ ও ক্রুশ ছাড়াই শয়তান যীশুকে আধিপত্য লাভের পথ দেখিয়েছে, কষ্টবিহীন শর্টকাট পথ দেখিয়েছে। (আমরা প্রায়ই বিভিন্ন এস.এম.এস বা ই-মেল পেয়ে থাকি, যেখানে কত লক্ষ টাকা পাবার জন্য আমাদের নাম ওঠার কথা বলা হয়ে থাকে। এখন, আমরা যদি সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তাহলে বাস্তবে আমাদেরই অনেক টাকা খোয়াতে হয়)।

কিন্তু যীশু যদি শয়তানের সেই চালে বা ফাঁদে পা দেন, তবে তার অর্থ হবে, তাঁর সন্তান আমাদের উদ্ধার করার জন্য পিতা ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনার পথ ও সময়কে উপেক্ষা করা। কারণ পিতার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিকল্পনানুসারে, তাঁর সন্তানদের মুক্তি-প্রকল্পের পথ হল দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু; এবং যীশুর দ্বারা সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হবার সময় হল যীশুর দ্বিতীয় আগমন (ফিলিপীয় ২:৯-১১)। কিন্তু শয়তান যীশুর কাছে যে টোপ ফেলেছে, তা হল, দুঃখভোগ ও ক্রুশের কোনও প্রয়োজন নেই, কিংবা দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত অপেক্ষারও কোনও প্রয়োজন নেই; শর্টকাট পথ আছে। আর সেই পথ হল, যীশুকে শয়তানের আরাধনা করতে হবে। কিন্তু যীশু কি পিতার অবাধ্য হয়ে শয়তানের সেই কথা শুনবেন?

শয়তানের এই প্রস্তাবের উত্তরে, ৮ পদে, যীশু তাকে বলেছেন, *"লেখা আছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁরই আরাধনা করবে'।"* যীশু শয়তানের সঙ্গে বাদানুবাদের দ্বারা, শয়তানের দাবিকে মিথা প্রমাণিত করতে অযথা সময় নষ্ট করেননি। পরিবর্তে, একই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সরাসরি শয়তানের মোকাবিলা করেছেন। যীশু ঈশ্বরের বাক্যের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করেছেন, এবং সেই বাক্যকে মেনেই তিনি মানুষ হিসাবে তাঁর জীবন যাপন করেছেন। আর তাই তিনি শয়তানের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে, ঈশ্বরের বাক্য উচ্চারণের দ্বারা শয়তানের ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। এখানে, যীশু সরাসরি শয়তানের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি শয়তানের সঙ্গে আপোষ করে, ঈশ্বরের পথের বিপরীতে, মন্দ আত্মার সহযোগিতায় জগতের উপর আধিপত্য লাভে আগ্রহী নন। যীশু নিজে বলেছেন, *"আমার রাজ্য এ জগতের নয়, . . . আমার রাজ্য এখানকার নয়"* (যোহন ১৮:৩৬); তাই সেই রাজ্য পাপের পথে, শয়তানের পথে অধিকার করার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। কিন্তু আত্মত্যাগী প্রেম, দুঃখভোগ ও ত্যাগস্বীকারকারী মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি এসেছেন সেই অনন্তকাল স্থায়ী ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্‌ঘাটন করতে। কারণ, এটাই পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা; আর তিনি স্বেচ্ছায় তা পালন করতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন (যোহন ১০:১৭-১৮)। নিজের জন্য জগতের উপর কর্তৃত্বলাভ যীশুর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের জন্য তাঁর সন্তানদের উদ্ধার করাই হল যীশুর উদ্দেশ্য। কারণ একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত আরাধনা ও সেবা পাবার যোগ্য।

যীশু এখানে ২য় বিবরণ ৬:১৩ পদ উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, *"তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে।"* যীশু যদি সেদিন শয়তানের কথা শুনে শর্টকাট পদ্ধতিতে কর্তৃত্ব লাভের আশায় শয়তানের আরাধনা করতেন, তাহলে তিনি তার দ্বারা প্রথম আজ্ঞা লঙ্ঘন করতেন: *"হে ইস্রায়েল শুন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে"* (২বিবরণ ৬:৪-৫)। যে পিতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যীশু ঈশ্বর হয়েও মানুষ হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি কেবল তাঁরই আরাধনা করবেন; তিনি কখনও তাঁকে অস্বীকার করবেন না, তাঁর অবাধ্য হবেন না, তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে শয়তানের ইচ্ছা চরিতার্থ করে পাপ করবেন না।

সেদিন যেমন শয়তান যীশুর কাছে শর্টকাট পদ্ধতিতে প্রাচূর্য/সমৃদ্ধি লাভের কথা প্রচার করেছিল, আজও সে একইভাবে বিশ্বাসী আমাদের খ্রীস্টবিশ্বাস থেকে বিচলিত করতে সেই লোভ দেখিয়ে চলেছে, ফাঁদ/টোপ ফেলে চলেছে। আজ আমরা তাদের সর্বত্র দেখতে পাই, এমনকী তাথাকথিত মণ্ডলীর বেদি থেকে প্রচারে, খ্রীস্টীয় পুস্তকে, সেমিনারীতে, রেডিওয়, টেলিভিশনে, সর্বত্র। এখন, আমরা প্রশ্ন করতে পারি, একটা ভালো চাকরি, একটু বেশি আয়, একটা নিজের বাড়ী, এগুলির মধ্যে খারাপ কী? ঠিক কথা। এগুলির মধ্যে কিছু খারাপ নেই। কিন্তু শয়তান যখন ঐ সমস্ত বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে শর্টকাট পথ, বিপথ, অসদ উপায় দেখায়; বঁড়শিকে আড়াল করে কেবল টোপকে দেখায়; আমরা যদি কেবল টোপ দেখে শয়তানের পথকে গ্রহণ করি; তাহলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। ২করিন্থীয় ২:১১ পদে পৌল লিখেছে, *"আমরা যেন শয়তানের দ্বারা প্রতারিত না হই, কারণ তার কল্পনা সকল আমরা অজ্ঞাত নই।"* এ কথার অর্থ, শয়তান চিরকালই তার মিথ্যা আশ্বাসের দ্বারা আমাদের প্রতারিত করে চলেছে। সে যে সমস্ত বিষয় আমাদের লোভ দেখায়, এবং তা পেতে আমাদের সে যে পথ দেখায়, তা শেষ পর্যন্ত আমাদের ধ্বংস করার পথ।

এখন, শয়তান যে শর্তে যীশুকে সেই প্রাচূর্য বা সমৃদ্ধি দেবার কথা বলেছিল, তা হল, যীশুকে শয়তানের আরাধনা করতে হবে। এখন, এই কথা শুনে আমরা বলতে পারি যে, আমি শয়তানের আরাধনা করি না। কিন্তু সে কথা কি সত্যি? কারণ, আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা কী করি? বাস্তব হল, আমরা যখনই পাপ করি, তখনই আমরা শয়তানের আরাধনাকে বেছে নিই। আরাধনা কথার অর্থ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কেবল এই নয়, যা আমরা প্রভুর দিনে মণ্ডলীতে একত্র হয়ে করে থাকি। সারা সপ্তাহ ধরে, আমরা যে সমস্ত কাজ করি, তার দ্বারাও আমরা আরাধনা করে থাকি। আমরা যা দেখি, আমরা যা বলি, আমরা যা করি, আমরা যার জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করি, এ সবের দ্বারাই আমরা আরাধনা করে থাকি। কারণ, তার দ্বারা আমরা হয় ঈশ্বরের গৌরব করি, নয় ঈশ্বরের অগৌরব করে থাকি। আমরা যা খাই, বা পান করে থাকি, তার দ্বারা ঈশ্বরের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করে থাকি (১করিন্থীয় ১০:৩১)। এ সমস্তই হল আরাধনার বিভিন্ন উপায়।

অনেক সময় আবার শয়তান ঈশ্বরকে অস্বীকার করার কথাও বলে না; কিন্তু একাধারে ঈশ্বর ও তার সেবা করতে আহ্বান জানায়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের পাশাপাশি শয়তানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের আনুগত্যকে ভাগ করতে প্ররোচিত করে। আর, তার সেই ফাঁদে আমরা আমাদের পা দিয়ে থাকি, যখন আমরা এমন কথা বলি, *আমি যীশুকে ও অর্থকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও ব্যাভিচারকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও জুয়াকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও মদকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও মাংসকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও পর্ণ ম্যাগাজিনকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও ড্রাগকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও গুজব রটাতে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও অলসতাকে ভালোবাসি; আমি যীশুকে ও আরামকে ভালোবাসি।* শয়তান ভালো করেই জানে আমাদের দূর্বলতার দিকগুলি কী, কী? শয়তান সেই সমস্ত বিষয়ের লোভ দেখিয়ে, টোপ ফেলে আমাদেরকে তার পাপের বঁড়শিতে ধরতে চায়। সে আমাদের প্রচুর পরিমানে ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকার বা উপভোগ করার লোভ দেখিয়ে থাকে – আরও অর্থ, ক্ষমতা, শক্তি, আরাম, যৌনতা, নেশা, স্বাদ, মত্ততা, ইত্যাদি। এখন, আমরা যদি মনে করি, এতে কোনও অসুবিধা নেই, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা ইতিমধ্যে তার ফাঁদে আটকে গেছি।

আর যখন আমরা তার ফাঁদে পা দিই, তখন যে কেবল আমরা প্রতারিত হই, তা নয়; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা হারাই, শয়তানের দাসে রূপান্তরিত হই; সে যা চায়, আমরা তা করতে বাধ্য হই। স্বাধীনতার অর্থ যা ইচ্ছা, তাই করতে সক্ষমতা নয়; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হল, আমরা যে জন্য সৃষ্ট হয়েছি, তা করতে সক্ষমতা। আসুন, আমরা সতর্ক হই; শয়তানের মিথ্যা টোপ দেখে, মিথ্যা প্রাচূর্য বা সমৃদ্ধির লোভে, আমাদের জীবনে যীশুকে প্রথম ও প্রধান স্থান থেকে সরিয়ে না দিই। কারণ, খ্রীস্টেতে আমরা যে জীবনের স্বাধীনতা, আনন্দ ও নবীনতার অধিকারী, শয়তান সর্বদা তা কেড়ে নিতে বিভিন্ন টোপ ফেলে চলেছে। আসুন, আমরা ধনি বা দরিদ্র হই না কেন, আমাদের নিজেদের বাড়ী থাকুক বা না-থাকুক, আমাদের পরিবার থাকুক বা না-থাকুক, আমাদের পেট ভর্তি বা খালি হোক না কেন, আসুন, আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করি। যীশু বলেছেন, ***"তোমরা সেই সত্য জানবে, এবং সেই সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে"*** (যোহন ৮:৩২)। তাই, শয়তান যখন মিথ্যা প্রাচূর্যের লোভ দেখায়, আসুন, আমরা তাকে 'না' বলি। কারণ প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল তারাই উপভোগ করে, যারা তাদের জীবনে কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করে, ঈশ্বরই তাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান; তাঁর বাক্যই তাদের জীবন পথে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

এখন, এই কথা শুনে আপনি যদি উপলব্ধি করেন যে, আপনি ইতিমধ্যেই শয়তানের টোপ গিলে ফেলেছেন, আপনি খ্রীস্টেতে আপনার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছেন, শয়তানের দাসত্ব করছেন। আপনার কি উদ্ধার পাবার কোনও উপায় নেই? আমাদের প্রভু আমাদেরই ন্যায় এই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি পাপ করেননি (ইব্রীয় ৪:১৫); এই কারণে, আমরা যখন ঐ সমস্ত বিষয়ে পাপ করি, তিনি আমাদের উপলব্ধি করতে পারেন। তাই, তিনি আমাদের বলেছেন, ***"আমরা যেন সাহসপূর্বক তাঁর অনুগ্রহ-সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হই ও দয়া লাভ করি"*** (ইব্রীয় ৪:১৬)। তাই, আসুন, প্রকৃত অনুতাপে তাঁর কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাঁর ক্ষমা লাভ করি, এবং তাঁর আত্মার শক্তিতে আগামী দিনে শয়তানের ঐ সমস্ত প্রলোভনের উপর জয়লাভ করি। অন্যদিকে, যারা নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা প্রকাশ করি, তারা সাবধান হই, ***"নিজেদের পরীক্ষা করে দেখি, আমরা বিশ্বাসে আছি কি না, প্রমাণার্থে নিজেদেরই পরীক্ষা করি"*** (২করিন্থীয় ১৩:৫)। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের কাছে যে প্রশ্নটি আজ সবথেকে মূল্যবান, তা হল, যীশুই কি আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান? আমরা কি আমাদের চিন্তা, কথা, কাজ, আচরণ বা বিনোদনের দ্বারা কেবল তাঁরই আরাধনা করছি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com